নিবেদিতা

(নাটিকা)

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

মূল্য আট আনা

রচয়িত্রীর নিবেদন

মহিলা-সমাজে অভিনয় জন্য এই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছে। শিল্প-সমিতির বিধবাশ্রম এবং স্ত্রীমহামণ্ডলের শিক্ষয়িত্রী-ভবন নির্ম্মাণ করিতে উভয়পক্ষের যে ঋণ হইয়াছে,—ইহার অভিনয় অর্থে যদি সে ঋণ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিশোধ হয় তবে এ রচনা সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রকাশক

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৩, সানিপার্ক বালিগঞ্জ

কান্তিক প্রেস

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার

—::—

মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে।

—০—

হাসি অশ্রু দিয়ে গাঁথা এই মালা গাছি,
তোমারে পরাতে, হের—সখি, আনিয়াছি।
এ নহে রতন গুচ্ছ—হীরা মুক্তা রাশি,—
—বচন রচন তুচ্ছ;—তবু ধর হাসি।

নিবেদিতা

(নাটিকা)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

সুমঙ্গলা	...	নায়িকা।
হেমার মাতা	...	সুমঙ্গলার মাতার মামাত ভাজ। ইহারা সুমঙ্গলার মাতার বাড়ীতেই বাস করে।
যামিনী তরঙ্গিনী মতিমালা প্রভৃতি	...	সুমঙ্গলার যুবতী সখীগণ।
বালিকা ফুলি	...	যামিনীর অবিবাহিতা ননন্দা।

এতদ্ব্যতীত হেমা, বর এবং সুমঙ্গলার মাতার আশ্রিতা আত্মীয়াগণ; স্ত্রী আচার কারিণী যুবতীগণ প্রভৃতি।

নিবেদিতা

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুরের পুকুর ঘাটে বসিয়া যামিনী, ফুলির চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে মাঝে মাঝে উদগ্রীব ভাবে অবলোকন করিতেছে। ফুলির হাতে একটি শামুকের বাক্স।

যা। সই ত কই এখনো এল না!

ফু। ডাকব নাকি সই দিদিকে? ও সই দিদি—সই দিদি!

যা। ঐ আসছে বুঝি—না ও যে তরঙ্গিনী?

কলসী কক্ষে তরঙ্গিনীর প্রবেশ।

ত। মনে হোল যেন তোদের গলের শব্দ পেলুম—অমনি সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি ভাই।

যা। আজ কিন্তু তোর ভাই আমাকে সাঁতার শেখাতেই হবে। ফুলির চুলটা বেঁধেই এখনি জলে গিয়ে পড়ব।

ফু। দেখো তরু দিদি কেমন ফুল কাঁটা কিনেছি!

(বাক্স খুলিয়া প্রদর্শন)

ত। তাই ত বেশ কাঁটা ত? কোথা পেলি ফুলি?

ফু। আর দেখ কেমন আংটি—কেমন চুড়ি! বৌদিদিও কাল কত জিনিষ কিনেছে। দেখাও না বৌদিদি।

যা। তোদের দেখাব বলেই ত প'রে এসেছি। কিন্তু তোর মুখখানা যেমনি দেখেছি অমনি সব ভুলে গেছি। এই দেখ ভাই শাঁখা—আর এই সোনালি চুড়ি।

ত। ভারী ত নতুন রকম! কোথায় কিনলি ভাই?

যা। আমার শাশুড়ি ঠাকরুণ কাল আমাদের যে আনন্দ বাজারে নিয়ে গিয়েছিলেন। কালও আবার বাজার বসবে,—যাবি ভাই তরু? তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাই।

ফু। হ্যাঁ তরুদিদি বল যাবে?

ত। আমার শাশুড়ি ভাই কোথাও যাওয়া ভাল-বাসেন না।

যা। তোর শাশুড়ি যেন ভাই কি? তুই বুঝি বিয়ের আগে বত্ত করিসনি?

ত। আগেও করেছি পরেও করছি। তবে জান ত ভাই ঢেঁকির ভাগ্য।

ফু। আমি বত্ত শিখেছি—তরু দিদি।

ত। বল্ ত ফুলি কি শিখেছিস?

ফু। সীতার মত সতী,—
রামের মত পতি
কোশলার মত শাশুড়ী—
এই যা তাপর ভুলে গেছি! তুমি বল বৌদিদি।

যা। আমাকে বলতে হবে?

ফু। হ্যাঁ বৌ দিদি তুমি বল।

যা। আমাদের ফুলির যেন কৃষ্ণকালী বর হয়— শোন পারা চুল হয়—

ফু। না না আমি কালো বর কক্ষণো নেব না কক্ষণো না—কক্ষণো না—না না না।

ত। পুরুষ মানষের রং কালোতে কি দোষ হয় নাকি? গুণ থাকলেই হোল।

যা। তা ঠিক বলেছিস্ তরু-দিদি, আমার বরকে যখন সবাই কালো বলে এমন রাগ ধরে!

ত। আমি কিন্তু ভাই তাই বলে তোর বরকে চাঁদ বলতে পারব না। রাগ করিসনে ভাই।

মতিমালার প্রবেশ।

মতি। কেন পারব না ভাই? কালাচাঁদ বলব।

যা। এই যে মতিমালা, এমনতর সরস কথা নইলে আর কার জোগায়!

ত। ইনি যে আমাদের রবি ঠাকুর! এমনতর খাতা লেখার সৃষ্টি আর কোথাও দেখিনি! ওর ঘরময় দেখবি—যেখানে সেখানে কেবলি খাতা ছড়ান!

মতি। আজকাল মেয়েলেখকের অভাব আছে নাকি—যে আমাকে রবি ঠাকুর বলছিস? বরঞ্চ বলতে পারতিস—তাঁর—

ত। অভাব নেই বলেই ত ভয় হয়—কার নাম ছেড়ে কার নাম করব—আর শেষে সাধ্বীবৃন্দ কানায় ঘুষোয় সে কথা শুনে আমাকে জবাবদিহির দায়ে ফেলবেন?

যা। ঠিক বলেছিস—ভাই। সেই খেদেই ত আমিও এ পর্য্যন্ত লেখক হতে পারলুম না। মেলার মধ্যে একজন হয়ে ত কোন লাভ নেই।

ম। কেবল হেলাফেলা! ঠিক ভাই।
সেই জন্যেই ত আমারও যশঃসৌরভ এতদিনেও ছড়িয়ে উঠলো না; আর কখনো যে জীবনে এ সাধ পূর্ণ হবে,—মতিমালা চৌধুরাণীর নাম দেশবিদেশে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হয়ে উঠবে—এমনতর ভরসাও হচ্ছে না।

ত। আর সেই জন্যই ত আমার ইচ্ছা হয়—আমি মহারাণী হই—।

য। স্বপ্নে বুঝি? জাগরণে মহারাণী হবার ত আর এজন্মে কোন আশা দেখছি নে।

যা। কেন গো? ওর স্বামী ত গভর্মেণ্টের লোক, ওরকম খেতাব টেতাব একটা কোনদিন মিলেও ত যেতে পারে! ওঠ ফুলি তোর চুল বাঁধা হয়েছে!

ত। না গো না—আমি বুঝি সে রকম মহারাণীর কথা বলছি—, তোরা যেন কি! মহারাণী স্থনীতি দেবীর কৃথকতা কি শুনেছিস ভাই? লেখিকা ত অনেক আছেন—কিন্তু আর ত কাউকে ভাই অমন বলতে শুনিনি—!

মতি। আমি শুনেছি ভাই,—সত্যি অসাধারণ শক্তি! পুরুষে হার মেনে যায়!

সুমঙ্গলার প্রবেশ।

যা। এই যে সই,—এতক্ষণে তোর বার হোল?

ত। তোর অপেক্ষায় আমরা কেউ ভাই এখনো জলে নামিনি।

যা। তোকে দেখতেই ত সই—তোদের এ ঘাটে আমাদেব কাপড় কাচতে আসা—

তোমায় দেখব বলে গো রাই—
নিত্য ছুটে আসি,—
দেখিতে দেখিতে কেন
নয়নের নীরে ভাসি?

সকলে। সুখের বা সে দুখের বারি—
সই তাহা ত বুঝ্‌তে নারি—
বলিতে বলিতে হায়! পূরবী ফুকারে বাঁশি।

সু। আর আমি ভাই তোমাদের গান শুনতেই এই পুকুরপুলিনে নিত্য ছুটে আসি!

ত। বটে, শুধু গান শুনতে?

মতি। ওর প্রাণ ভাই পড়ে আছে সেই সাত সমুদ্রের পারে—ওকি আমাদের দেখতে চায়?

যা। সত্যি ভাই সই, তোর বর বিদেশ থেকে কবে আসবে?

ম। জানিনে ভাই—মা বলছিলেন, এখনো ঠিক নেই।

বালিকা হেমলতার ছুটিয়া প্রবেশ।

হেমা। ফুলি ফুলি; যোগেন দাদা আজ আমাকে এক রকম নতুন খেলা শিখিয়েছে—বসন্ত খেলা ভাই!

ফু। সে কি রকম? আমি খেলব,—আমি খেলব,—শিখিয়ে দে হেমা দি।

হে। আমরা সকলে ফুল সাজব। দিদিমণি, যামিনী দি,—তরু দি,—মতি দি—তোমাদেরও কিন্তু সাজতে হবে। আমি গান শিখে এসেছি; এস সবাই মিলে গাই।

(সকলের হাত ধরিয়া গান।)

বসন্ত বাহার—কাওয়ালি

আমরা সাজি বসন্ত—আমরা আজি ফুল,—
মল্লিকা গোলাপ চাঁপা কমল বকুল।
রবির আলো ধরব বুকে, চন্দ্রকণা পিব সুখে
বর্ণে গন্ধে ভাসাইব বিশ্ব বিপুল।
আমরা সাজি বসন্ত—আমরা বনের পাখী ;—
পাপিয়া দোয়েল শ্যামা পিক চক্রবাকী।
পিউ পিউ কুহু কুহু—ধ্বনিব অম্বর মুহু
বাঁশরী বীণার তানে হয়ে যাবে ভুল।
আমরা সাজি বসন্ত আমরা সমীরণ,
ছুটি চলি দিকে দিকে লুটি উপবন।
স্রোতে স্রোতে চঞ্চল কম্পিত অঞ্চল,
জনগণ দেহ মন—হরষে আকুল।
আমরা সাজি বসন্ত,—আমরা আজি ফুল।

(গান শেষে হাত ছাড়িয়া)

হে। আচ্ছা ভাই ফুলি—তুই কি ফুল হবি ?

ফু। আমি—আমি—আচ্ছা গোলাপ,—

হে। আমি হব ভাই পদ্ম। যামিনী দিদি তুমি কি হবে ?

যা। আমি হব ভ্রমর,—গুণ্ গুণ্ ভন্ ভন্ করে

তোদের সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলব। মতিমালা তুই ত কবি, তুই কি হবি ভাই?

ম। আমি হব প্রজাপতি। আর তরু তুই?

ত। আমি হব ভাই তোদের কাঁটা।

হে। না না এ ফুলে কাঁটা নেই।

ফু। তুমি কি সাজবে সই দিদি?

সুম। আমি সাজব ভাই মাটি, পৃথিবী; আর তোরা সবাই আমার বুকে ফুটে থাকবি। সত্যি বলছি দিদি—আমার বড় মা হতে ইচ্ছা করে।—গরুটা যখন তার বাচ্ছাকে চাটে,—হাঁসদুটি যখন তার বাচ্ছাগুলি নিয়ে জলে ভেসে বেড়ায়—আমার ইচ্ছা হয়—আমিও ঐ রকম করে ছোট ছেলেদের আমার ডানার নীচে, আমার বুকের ছায়ায় ঢেকে রাখি।—নক্ষত্র ভরা আকাশে যখন চাঁদ ভেসে ওঠে আমার মনে হয় চাঁদটি যেন মা আর তারাগুলি তার সন্তান।

(বৃক্ষান্তরালে হেমার মাকে দেখিয়া)

সকলে। চল চল—পুকুরে নেমে পড়ি হেমার মা আসছে গো।

(বলিতে বলিতে হেমা এবং ফুলি ব্যতীত অন্য সকলের পুকুরে অবগাহন—অর্থাৎ ষ্টেজের অন্তরালে গমন। হেমার মা এবং সুমঙ্গলার অন্য একজন আত্মীয়ার প্রবেশ)

হে মা। ওলো পালাস্ কোথা সব, শুনে যা। দেখেছ

—ঠাকুরঝি—আজ কালকার মেয়েদের সব ঢং! ঘর কন্নার কাজকর্ম্ম ফেলে এখানে সব মজলিস করা হচ্ছিল; আমাদের দেখে এখন জলে নামছেন!

হে। মা আমরা কেমন সবাই ফুল ফুল খেলছিলুম—তোমরা এসে সব ভেঙে দিলে?

হে-মা। সে আবার কেমন খেলা?

হে। কেন আমরা সব ফুল সেজেছিলুম। আমি পদ্ম—ফুলি গোলাপ—দিদিমণি—

(নেপথ্যে,—হেমা হেমা। হেমা ও ফুলির কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ।)

মা। আহা আমার সুমঙ্গলার সব খেলা ফুরলো গো।

হে। ঐ মামা এসেছেন আমাকে ডাকছেন—আমার জন্য আজ খেলনা আনবেন বলেছেন—আয় আয় ফুলি তোকেও একটা দেব।

(হাত ধরিয়া প্রস্থান)

হেমার মা। (ক্রন্দনের ভানে) ওগো কোথায় গেলি সব? কাপড় কাচা এখন রাখ, সুমঙ্গলার যে কপাল পুড়েছে; তাকে নিয়ে আয়।

আত্মীয়া। (সজলনেত্রে, আস্তে আস্তে) চেঁচিয়ো না ঠাকরুণ—চেঁচিয়ো না, দুটি পায়ে ধরি তোমার

চেঁচিয়ো না। দুটদিন সবুর কর—মেয়ের একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হোক্—তখন ধীরে সুস্থে কথাটা ওকে জানিও।

হেম্মা। সে কি কথা গা! বিধবা মেয়ের হাতের নো সিঁদের সিঁদুর কি রাখতে আছে?

আ। হায় হায়! দুধের বাছা মেয়ে আমাদের; কি করে ওর গায়ের গয়না খুলে নেব, মাথার সিঁদুর মুছে দেব, পেড়ে কাপড় ছাড়িয়ে থান পরাব ওকে? ওর মা ত খবর শুনেই শয্যাশায়ী হয়েছে—কি করে মেয়ের অমন চেহারা দেখে সে প্রাণ ধরবে? ঐ কচি মেয়েকে কেমন করে আমরা একাদশীর দিনে উপবাসী রাখব?

হে-মা। তাবলে ত ঠাকুরঝি চুপ করে থাকলে চলবে না। এই ধর আমার মেয়েটির ত শীঘ্র বিয়ে দিতে হবে, সে সময় ও যদি কোন কিছু ছোঁয়া নাড়া করে ত সে কতটা মন্দ দাঁড়াবে। মেয়ে বিধবা হলে ও রকম ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ ভাই হিন্দুর ঘরে পোষায় না, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে এটা মান ত!

আ। তা বেশ তুমি যা বোঝ তাই কর। আমি আর কি বলব। বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। হায় হায়! ওযে নিতান্ত বালিকা; কেমন করে ওমেয়ে বিধবার কঠোর আচার বিচের পালন করবে!

[বসিয়া অধীরভাবে ক্রন্দন]

হে-মা। একটু ধৈর্য্য ধরগো ধৈর্য্য ধর! মেয়ের

কপাল পোড়া আমরা কি করব বল। আর এ ঘটনাত এ ঘরেই আজ নতুন নয়। সব ঘরেই ত এমনতর হচ্ছে। এতে এতটা অধৈর্য্য হলেই বা চলবে কেন? ইহকাল ত কপালদোষে মেয়েটা খোয়ালে এখন যাতে ওর পরকালটা রক্ষা হয়—সেটাত আমাদের দেখতে হবে। ওর এ জন্মের সুখের দিকে এখন নজর রাখলে ত আর চলবে না। ওলো সব রঙ্গিনীরা—কাপড় কাচা কি হবে না?

(সিঁড়ির নিকটে আসিয়া)

ওমা কেউত পুকুরে নেই। উল্টোঘাট দিয়ে দেখছি সব ঘরে গেছে। আয় ঠাকুরঝি কান্নাকাটা এখন রাখ,—কাঁদবার ঢের সময় আছে। কাজের সময় এখন ও রকম অধৈর্য্যামি ভাল লাগে না।

আত্মীয়ার হাত ধরিয়া উঠাইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঝির নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে
হেমার মার প্রবেশ।

বলি ও মতির মা—ও ঝি; ও ঠাকুরঝির আদুরে বিবি—এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না! এবার থেকে ঠাকুরঝি যেন তোমাকে পীর বানিয়ে সিকেয় তুলে রাখেন, আর আমরা সব গিয়ে সিন্নি খাইয়ে আসব।

হেমার মার নিজের দাসীর প্রবেশ।

ঝি। ডাকতে লেগেছ কেনারে মা?

মা। তোকে না লো তোকে না। তুই যা বিছানা-পাট ক'রগে; একলা মানুষ; তুমিত আর দশভুজা হতে পার না। আমি ডাকছি মতির মাকে।

ঝি। সে হাটকে গেছে। কি কাজ আছে মুই কেই বলনা, বিছানাপাট মুই বানিয়ে এনুক।

মা। বাজার গেছে মাগী! আর আমাকে বলে গেলনা! দাঁড়াও না একবার মজাখানা দেখাচ্ছি। তা তুই যা কিছু দরকার নেই।

ঝি। ঐ মতের মা আসতে নেগেছে—আয় আয় হেঁকে ডেকে মায়ের কণ্ঠাতালুক কাঠ:হলুক রে' চন্নু্ক মুই।

(প্রস্থান)

ডালা হস্তে মতির মায়ের প্রবেশ।

ঝি। ডাকছ আমাকে? এই যে বাজার থেকে আসছি মা।

মা। ওমা এত করে বলে রাখলুম—দোকানে কি বাজারে যাবার সময় আমাকে বলে যাস, তা কথাটা গ্রাহ্যই হোলনা। কেন হবে—আমি ত মাইনে দিইনে!

ঝি। না গো না; মা একটা কমলা চাইলেন,—ঘরে ছিলনা তাই বাজারে গেনু। তোমাকে বলার সময় পেনুনি—অমনি দিদির জন্য খাবারও নিয়ে এনু।

মা। আমার ত দশটা পাঁচটা না—একটি ঝি—সেত তোদের মত বুক ফুলিয়ে বেড়াবার সময় পায় না।—তাই সিন্ আমার ফাই ফরমাস দু'একটা তোদেরও শুনতে হয়।

ঝি। তা কোন ফরমাসটা না শুনছি। মার ত আমার কাজ ভারী; তোমাদেরই ত যত ঝক্কি—তবু সারাদিন মুখ ঝামটা!

মা। তা আমরা না হয় আলাদা বাড়ী যাব। তাহলে ত তোদের বাসনা পূর্ণ হবে। শুধু মেয়েটার বিয়ের অপিক্ষেয় আছি বইত না!

ঝি। তা তোমরা কেন যাবে গা। তোমরা হলে মায়ের আপনজন, মাই বা তা যেতে দেবে কেন,—যেতে মোরাই যাব। তা বল কি আনতে

হবে ; আর একবার না হয় যাই—তাতেও ত আমি আপুত্তি করিনে।

মা। কি এনেছিস আগে দেখি।

(ডালা দেখাইয়া)

ঝি। এই মায়ের জন্য গোটাকতক নেবু—একটা ডাব—আর দিদির জন্য চারটে রসোগোল্লা—ও একটু রাবড়ি।

মা। বাবা কি খাওয়ানর ঘটা গা বিধবা মেয়েকে ! বাটী বাটী সারাদিন ত দুধ চলছে তাতেও ঠাকুরঝির মন ওঠেনা—তার উপর রাবড়ি রসোগোল্লা—সরক্ষীর নবনী ! খুব যাহোক ব্রহ্মচার্য্যি শেখান হচ্ছে।

ঝি। কেন গো—তোমরা সব কত মাছ মাংস খাচ্চ আর দিদি আমার একটু দুধ রাবড়িও খাবেনা। বিধবা হয়েছে বলে কি সে শুকিয়ে থাকবে নাকি !

মা। তা খেতে হয় একটু আধটু খাক্ না ; আমি কি মানা করছি নাকি। অমন বাটী ভরা ক্ষীর রাবড়ি—সন্দেশ রসোগোল্লা আমরাই খেতে পারিনে তা অত কি বিধবামেয়ের সয় ? রসগোল্লা আর একটু রাবড়ি রেখে যা হেমার জন্যে। সে রসোগোল্লা খেতে চেয়েছিল—তাই তোকে দোকান পাঠাচ্ছিলুম।

ঝি। তা আমি কেন রাখব—দিদিমণি আপুনিই হেমার তরে রাখবে। কোন জিনিষটা সে ওকে না

দিয়ে খায়। ঐ চারটে রসোগোল্লা এনেছি—দুটো হেমাকে দেবে; একটা মাকে খাওয়াবে—তবে একটা নিজে খাবে? তবে আসি চন্নু।

(প্রস্থান)

মা। মনে করেছিলুম—কর্ত্তার জন্য একটু রাবড়ি ও দুটো রসগোল্লা রাখব—তা মাগী দিলে না।

হেমার প্রবেশ।

হে। মা মা বেদিনী এসেছে, বাজি দেখব মা—ডাকি মা—ডাকি; বল মা বল।

মা। না না ও বেটিরা বড় চোর, কোথা দিয়ে যে কি নিয়ে যাবে টেরও পাব না। আর পয়সা দেবে কে?

হেমা। পয়সা আমি দিদির কাছ থেকে নেব, সে জন্য তোমার ভাবনা নেই। আনি মা তাকে? ঘরে আনব না—পুকুর ঘাটে নিয়ে যাই।

মা। আচ্ছা তবে যা বাছা; তাকে ডেকে নিয়ে ঘসাগে; আমি দুধটা জ্বাল দিয়ে আসছি।—

হেমা। ও সুমি দিদি—দিদিমণি ভাই?—বেদিনী আসছে বাজি করবে; দেখবি আয়।

সুমঙ্গলার প্রবেশ

সুম। বাজি করবে বেদিনী?

হেমা। হ্যাঁ দিদিমণি। মা কিন্তু ভাই পয়সা দেবে

না—আর ঘরেও আসতে দেবে না। তাকে পুকুর ঘাটে নিয়ে যাচ্ছি।

সুম। তা তোর দেখতে সাধ হয়েছে—আমি পয়সা দেব এখন! আমি সইদের ডেকে আনি। একলা ভাই কিছু দেখতে ইচ্ছা করে না। মা এলে কত আহ্লাদ হোত—তা তিনি ত আসবেন না।

(উভয়ের প্রস্থান)

পুকুর ঘাটে যুবতীগণের প্রবেশ।

১। আয় ভাই আমরা বসেনি—;

২। মেয়ে মানষের বাজি ত কই আগে দেখিনি?

৩। দেখা যাক কি রকম সে বাজিদার—

১। আর কি রকমই বা গুণৎকার।

ফুলি ও হেমা। (হাত তালি দিয়া) ঐ আসছে ঐ আসছে পায়ের মল পাঁইজোড় বেজে উঠেছে।

(পুকুর ধারের উভয় দিকের বাঁধান উচ্চ বেদীতে সকলের উপবেশন বেদিনীর গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গান

আমি গো জাত বেদিনী কামরূপিণী—
অঘটন ঘটাই!
আমি শূন্যে উড়ি, উঠি ভূঁই ফুঁড়ি,
মুখের ফুঁকে হাতের তুকে—বেবাক্ তাক লাগাই!

আমি ধরায় পেতে ফাঁদ, ধরি গগনের চাঁদ,
বালির বাঁধে অকুল সাগর—অনাসে তরাই।
আমি হাত গুণে বলি,—ঠিক ঠাক, কিছু না ছলি
কালো মেয়ের ভাগ্যে ভাল জামাই জোটাই।

১। বেদিনীর দেখছি অনেক গুণ—!

২। কোন বিয়ের পরিচয়টা আগে দেবে বলত?

ফুলি ও হেমা। বাজি দেখব আগে—বাজি দেখব?—

বে। বাজি যদি দেখতে চান মাঠাকরুণরা—তা হলে ঢোলকদারকে ডাকতে হয়—ভানুমতীর গান না হলে ভোজবাজি হয় না; সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

৩। তবে আজ বাজি থাক; এখানে ত পুরুষ মানুষ আসতে পারবে না—তুমি হাতই দেখ।

১। ও সই তোর হাতটা আগে দেখা ত ভাই।

২। (চুপে চুপে) হ্যাঁ দেখাই যাক্না কি বলে?

বে। (হাত দেখিতে দেখিতে)

উঃ এ যে রাণীর তিলক—চাঁদের ফলক! বড় জোর কপাল গা।

যুবতীগণ (চুপে চুপে) এইবার বিয়ে ফাঁশ হয়ে পড়েছে!

হেমা। (নিকট আসিয়া) আমার হাত দেখ বেদিনী—

বে। (হাত দেখিতে দেখিতে) মা-মাসীরা কেউ রাগ করবেন না ত?

১। তা কেন করব—তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

বে। এই পাঁচপাঁচা—পাকা কাঁচা, যেমন তেমন! তোমার আমারই মতন! ফলক তিলক কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।

হেমার মার প্রবেশ।

মা। উনি হাত গুণতে নেগেছেন। তবেই হয়েছে।

রাজা হলো—ভুলো সর্দ্দার—
আর কালু ডোম তার গণৎকার!

বেরো মাগী।

বে। তা ভাগ্যি গণতে গেলেই ভাল মন্দ সব কথাই শুনতে হয় মা! ওঃ আছে আছে—তিলক আছে একটা; কেতুর নজর কাটিয়ে উঠবে এ মেয়ে—মোদের ভানুমতী বলছেন। তবে ও বেটীর যেমন কপাল জোর, এর তেমন হবে না। ওর মুখখানাতেই চাঁদ বসানো দেখছি।

মা। বিদায় করে দে মাগীকে ওর আর হাত গুণতে হবে না। তোদের যেমন সব আজগুবি কারখানা!

বে। তা বিদেয়টা দিয়ে দিলেই যাই মাঠাকরুণ।

মা। হ্যাঁ বিদায়টা ভাল করেই দিচ্ছি—আন্ ত হেমা ঝাঁটা খানা।

বে। বাপারে ইনি যে—বাঘিনীর বেটি—তা সেলাম

হই—মাঠাকরুণ।—আমায় পয়সা রাখলে কিন্তু ভাল হবে না বলছি।

সু। এস বেদিনী বাইরে দাঁড়াও—আমি পয়সা এনে দিচ্ছি।

যুবতীগণ। আমরাও যাই। কাজ কর্ম্ম সেরে তখন আবার কাপড় কাচতে আসব।

হেমা ও হেমার মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হেমা। মা ওকে বকলে কেন। সবাই চলে গেল, কত মজা হচ্ছিল।

মা। যা পোড়ার মুখী আর জ্বালাস্‌নে; একেই আমার রাগে অঙ্গ জলে উঠেছে। এই পুকুর ঘাটে বসে একটু ঠাণ্ডা হই।

হেমা। তা তুমি থাক—আমি যাই।

(প্রস্থান)

মা। সবাই কি ওর সুখ্যাত করবে? একজন বেরানা লোক এসেছে সেও ওর মুখ দেখে মোহিত! কি যে ছাই রূপ আমি ত কিচ্ছু বুঝতে পারিনে। কেন—হেমা কি ওর চেয়ে মন্দ! কিন্তু তার কথা ত অমন করে কেউ বলে না। বুকটা জলে জলে উঠছে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।

(ঝির সহিত ঘটকীর গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গান

তোরা কে জামাই নিবি—ওগো কনের মা-রা—?
এনেছি নতুন বর গুণে সেরা!
এ নয় সাধারণ ছেলে, পাশের রাশ সে বইতে নারাজ
তাই ফেল বি-এ এল্-এ।
গুণের কব কি সীমা,—এর নাই জমী জমা—
এ যে স্বনাম ধন্য পুরুষ গণ্য—ওগো বিলাত ফেরা!
কে তোদের মেয়ে এমন কপাল জোরা—
ওগো কনের মারা—?
লাগবে না টাকা কড়ি—সোনা ভরি—ওজন করা—!
শুধু উনিশ কি বিশ যোতুকটি দিস-কাগজ ভরা,—
অমনি পরবে টোপর আপনি সে বর দেবে ধরা।
তোরা কে জামাই নিবি—ওগো কনের মা-রা?

হে-মা। ঘটকী বুঝি? তা কালের দস্তর গানটি বটে। এস—ব'স-সে বাছা।

ঝি। হ্যাঁ মা ইন্নি ঘটুকী। মোদের হেমার বর এস্নেছে—তাই এখানকে নিয়ে এসুক। আপুনি কথা কও মুই চন্নু কাজ আছেক।

(প্রস্থান)

---

* ক'নে বদল প্রহসন হইতে গৃহীত।

ঘ। শুনলুম মা এ বাড়ীতে সুন্দর মেয়ে আছে—তাই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি। পেরণাম হই।

মা। তা এস বাছা—ঐ বেদিটার উপরেই বস।

ঘ। মস্ত মাছটা মা; যদি ছিপটা একটু বাগিয়ে ফেলতে পার—ত যেচে এসে টোপ খাবে।

মা তা বাছা বেশ—বেশ—নাম ধামটা বল।

ঘ। সে পরিচয় বেশী দিতে হবে না—এই বোস পাড়ার নবীনকৃষ্ণর ছেলে,—বাপের অগাধ ধন; লাট সাহেবের—ঘুমসি মুনসি কি একটা—আর ছেলে বেলাত ফেরত সিভিলিয়ন—মা। তাদের টাকা কড়ি কিছু দিতে হবে না; একটি সুন্দর বড় মেয়ে চায় তারা।

সুমঙ্গলার প্রবেশ।

সু। মামীমা—মা তোমাকে ডাকছেন।

মা। যাচ্ছি বাছা,—সময় অসময় নেই—সর্ব্বক্ষণই তোর মার তাগাদা। তুই যা হেমাকে পাঠিয়ে দে।

ঘ। এ মেয়েটি দেখছি পরমাসুন্দরী,—এ মেয়ে দেখলে তারা অমনি লুফে নেবে,—এক কাণাকড়িও চাবে না।

মা। ওটি বিধবা মেয়ে ঘটকী। ওর ঐ পরণের পেড়ে সাড়ি আর হাতের বালা দেখে—সবাই ঐ রকম ভুল ক'রে বসে। ঠাকুরঝিকে কত বলি—তা কিছুতেই ত তিনি বুঝবেন না। মেয়ের যখন কপাল পুড়েছে তখন তেমনি

হালে ত তাকে রাখতে হবে; অত আদরিণী সোহাগিনী করলে ত চলবে না। কি বল ঘটকী?

ঘ। আহা ঐ কচিমেয়ে বিধবা! যেন লক্ষ্মী গো! মায়ের প্রাণ অত কোট্‌কেনা করতে পারবে কেন গা—!

মা। তা লোকে ও রকম ভুল বুঝলে তোমার আমার যে ক্ষতি হয়—সেটা ত বুঝতে হবে!

হেমার প্রবেশ।

এই মেয়েটি আমার।

হেমা। মা ডেকেছ কেন?

মা। একটু বস্ না।

হে। না মা ফুলির সঙ্গে আমি খেলা করতে যাচ্ছি আর যেন ডেকো না।

(প্রস্থান)

ঘ। তা এ মেয়ে কিছু অপছন্দ না। তবে ও ঘরে হবে না। তারা বড় মেয়ে চায়, বেলাত ফেরত কিনা?

মা। তা নাই হোক্‌গে, আর কি সংসারে ভাল বর নেই নাকি?

ঘ। ঢের ঢের। তবে কি জান—সবাই আজকাল রেস্ত খোঁজে। এরাই কেবল বলেছিল—সুন্দরী বড় মেয়ে পেলে টাকা কড়ি নেবে না।

মা। টাকা কড়ি কিন্তু আমরা বাছা বেশী দিতে পারব না। তবে দু-এক হাজার যে দেব না তাও নয়।

ঘ। তা আর একটি পাত্র আছে—বেশী নয়—দুএক হাজারে হতে পারে—কিন্তু—

মা। কিন্তু আবার কি বাছা!

ঘ। তারাও সুন্দর মেয়ে চায়।

মা। আমার মেয়ে কি সুন্দর না?—

ঘ। সুন্দর বই কি, বেশ ছিরিখানি—তবে তারা আরো সুন্দর চায়। আমার একটা মতলব মাথায় এসেছে—পারবে মা?

মা। পারব না? তবে মা হয়েছি কেন? মেয়ের মঙ্গলের জন্য মা কিনা পারে?

ঘ। তোমার ভাগনিটিকে ক'নে সাজিয়ে দেখাতে পারবে। তাহলে এখনি এ বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারি।

মা। বাপরে! সে হবে না বাছা? ও মেয়ে তেমন না—ওকে ক'নে সাজাতে পারব না—আর ওর মাও তাতে রাজি হবে না।

ঘ। তবে আমি আর কি করব মা—চন্নু।

মা। তা বলে কি আমার মেয়ে ভাল ঘরে পড়বে না; কেমন তুমি ঘটকীগা?

ঘ। আপাততঃ হাতে তেমন পাত্র নেই; পরে দেখব বাছা। আর একটা ফন্দী মাথায় আসছে,—তাহলেও কিন্তু হতে পারে। তবে আমাকে পেটভরে খাওয়াতে হবে মা।

মা। অবিশ্যি—অবিশ্যি,—সে কথা আর একবার ক'রে বলতে।

ঘ। নাইবা সাজিয়ে গুছিয়ে কনে দেখালে? আমি বরের বাপকে একদিন নিয়ে আসি—তোমার ভাগনির হাত দিয়ে তাকে পান-দেওয়াও। তাহলেই কাজ উদ্ধার হবে। দুমেয়েকে একসঙ্গে পাঠালেও ত ক্ষতি নেই—তবে তারা যেন বোঝে যে বড়টিই তাদের বৌ হবে।

মা। (আহ্লাদে) তা এটা সহজেই হতে পারে। কিন্তু বাপরা পরে রীতিমত পাকা দেখা দেখতে চাবে ত?

ঘ। তার ভার আমার উপর রাখ। বলব বাড়ীতে দুর্ঘটনা একটা ঘটেছে এখন ধুমধাম করে পাকা দেখা হতেই পারে না। দরকারই বা কি—তাঁরা ত মেয়ে দেখেছেন। তারপর বাড়ীর মেয়েরা এসে কনেকে আশীর্ব্বাদ করে যাবে।

মা। কিন্তু তখন ত একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে না?

ঘ। হা হাঃ!—মা দেখছি এখনো বড় কাঁচা! তারা কি করে বুঝবে যে কোন মেয়েটিকে তাদের কর্ত্তারা দেখে গেছেন। আর তেমন তেমন দেখ ত তখন না হয় দুএক হাজার বেশী দিয়েই মিটমাট করে ফেলবে।

মা। তা বেশ বেশ—বেশ বুদ্ধি করেছ বাছা।

ঘ। কিন্তু দেখো মাঠাকরুণ শেষে যেন ফাঁকে না পড়ি, তোমাদের কত টাকা বাঁচিয়ে দিচ্ছি মনে রেখো।

মা। এমন অধর্ম্মে নই বাছা।

ঘ। তা আগামও ত কিছু দিতে হবে। ফাঁকা হাতে কি কাজ হয় মা?

মা। তা দেব বই কি,—তবে এখন বেশী দিতে পারব না। চল বাছা—ঘরে নিয়ে যাই—।

ঘ। কিন্তু কর্ত্তাকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখো, তিনি যেন শেষে গোল করে না বসেন।

মা। সে ভয় নেই—তাঁকে আমি খুব ঠিক করতে জানি। পেটানো পাটানো অভ্যাসটা বেশ আছে।

ঘ। তা বেশ। তবে শুভদিনে একটা গান গেয়ে শুনিয়ে যাই—বকসিস্‌টা কি অমনি নেব।

গান। *

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী—ও গিন্নি;
আমার পায়ে পড়ে আট পহরে ভারে ভারে সিন্নি—!
রং বেরঙের সুগুণ সুরূপ—
এক একটি বর আস্ত তুরূপ,
আমার হাত ধরা;

* পাকচক্র প্রহসন হইতে গানটি গৃহীত।

আর কনে সবি—হরেক ছবি—
এমন কেউ কখনো পাননি !
চাও যদি গো গুণের মেয়ে,
তার না ফুরাবে অন্ন দিয়ে—
আনব স্বয়ং দ্রৌপদী !
কিবা পটল পারা চক্ষু চেরা রূপের যেন বহ্নি !
নয় যদি চাও টাকার থলে,
তাহাও বল খুলে খেলে,
ওগো বিলাত যাবে তোমার ছেলে সবাই কবে ধন্যি !
বেশী কথা কি কব আর,
ভবে করি যাত্রী পার—
আমি কাণ্ডারী ;
ছেলে মেয়ে মা বাপেরা,
পার হতে চাও যারা যারা,
আঁচল ধরে দাঁড়াও তারা—
আমি— নহিত সামান্যি !

তৃতীয় দৃশ্য

হেমার গায়ে হলুদের স্নানের পর—যুবতীগণ সকলে মিলিয়া তাহাকে সাজাইতে বসিয়াছে।

১। জরির কাপড়খানি প'রে—কি সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই হেমাকে।

২। গহনাগুলি পরিয়ে দে,—আরো ভাল দেখাবে।

৩। তা শ্বশুররা সাজ দিয়েছে ভাল, তাদের রুচির প্রশংসা ভাই করতেই হবে। সেই গানটা গানা ভাই আতর।

৪। আচ্ছা ভাই গাচ্ছি—আলতাটা ভাই বেশ খোলতাই করে পরা বৌ।

গান।

আয় তোরা আয় মনের সাধে সখীরে সাজাই!
সোনার অঙ্গে সোনার মালা—
মণিমাণিক হীরক জ্বালা;
চরণ কমল আলতাদাগে, জবার রাগে—
(আয়) হরষে রাঙাই!
আমরি কি রূপের ঝলক, চমকে ওঠে চাঁদের আলোক!
থির হয়ে যায় নয়ন পলক, শুধুই পুলক!
স্ফূর্ত্তি ভরা মূর্ত্তি পারা—মুগ্ধ সবাই!

১। ঠিক বলেছিস ভাই—নয়ন যেন আর ফিরতে চায় না।

২। এইবার ভাই চন্নন পরিয়ে দে,—চন্নন যেন কপালে হাসে।

(সুমঙ্গলার প্রবেশ।)

সু। তোদের সাজান হোল ভাই? মায়ের অসুখটা বেড়েছে—আমার তাই আসতে একটু দেরী হোল। আমি ভাই চন্নন পরাব।

১। হ্যাঁ ভাই সইকে চন্নন পরাতে দে, ওর মত কেউ পারবে না; ওর হাতের সব কাজ এমন সুন্দর!

(হেমার মার প্রবেশ।)

মা। এখনো সাজ শেষ হোল না! বরণ হবে কখন? ও মা! চন্নন পরাতে বসেছে ও-কে? সুমঙ্গলা না? কি করেছিস তোরা!—বিধবা মেয়েকে আজ শুভদিনে কনের গায়ে হাত দিতে দিলি! এ যে মহা অকল্যাণ!

(বিমলার ত্রস্তে হাত সরাইয়া লওন।)

হেম। মা তাতে দোষ কি! দিদি বেশ পরায়।

মা। না সে হবে না বাছা, তুমি ওঠ।

(সুমঙ্গলার উত্থান)

১। তবে যা সই তুই বরণডালা সাজিয়ে কলাতলার নিয়ে চল।

মা। ও বরণডালা ছোঁবে! তোরা যে খৃষ্টান হয়ে উঠলি!

২। তা মা—কুমোরে ত ঐ ভাঁড় কোড় গড়েছে তারা ত সধবা নয়।

মা। শুনলে কথার ছিরি?

৩। (৪র্থের কানে কানে) আহা! সুমঙ্গলার চোখ জলে ভরে উঠেছে! ও বিধবা—আদর যত্নে কোথায় সকলে ওর মনের দুঃখ কমাবে—না এই রকম ব্যবহারে—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া!

১। তা সই ছিরি গড়তে পারে ত? অমন সুন্দর করে আর কেউ ত ছিরি গড়তে পারবে না?

২। বিয়ের পিঁড়ির আলপনাও বাকী আছে—আলপনা না হয় সুমি দিদি দিক্, তাতে ত আর দোষ নেই!

মা। দোষ নেই! যার কপাল পুড়েছে তার সব তাতেই দোষ। তোরা দেখছি আমাকে পাগল করে তুলবি!

৫। চুলগুলো বড় ভিজে গেছে—শুকিয়ে দেনা ভাই দিদিমণি।

(সুমঙ্গলাকে চুলে হস্ত প্রদানে উদ্যত দেখিয়া
মাতা চীৎকার পূর্ব্বক)

ছুঁয়োনা বাছা ছুঁয়োনা ওকে; আজকের দিনে

অমন অকল্যাণ করো না। তুমি লক্ষীটি, আমার এই অনুরোধটি রাখ—এ—কটা দিন একটু আড়ালে থেকো। —চল্ হেমা আমিই তোকে কলাতলায় নিয়ে যাই—। এরা সব কখন যে কি করে বসবে—কিছুর ত ঠিক নেই। আজকাল ত আচার ধর্ম্ম কেউ মানে না—!

(হেমাকে লইয়া মাতার প্রস্থান।
অন্যান্য সকলের সুমঙ্গলার প্রতি)

১। কাঁদিসনে ভাই সুমঙ্গলা। আয় আমরা বরণ করব তুই দেখ্‌সে।

২। হ্যাঁ ভাই আয়—হেমার মার ও রকম বলা বড় অন্যায়। এখনো ত নান্দিমুখ হয়নি।

৩। ওমা বিধবা হলে কি সে কাকেও ছোঁবে না! অমনি সে অজাত হয়ে গেল? ও মাগীর বড় বাড়াবাড়ি।

৪। আয় ভাই, তুই না গেলে আমরা কেউ যাব না—দেখা যাবে তখন বরণ করে কে?

ম। যাচ্ছি তাহলে—তোমরা এগোও—আমি যাচ্ছি।

সকলে। আসবি—আসবি—নিশ্চয়! দেখিস ভাই কথা থাকে যেন,—দেরী হয়ে যাচ্ছে আমরা তবে এগোই।

(সকলের প্রস্থান)

সুমঙ্গলা। (ঊর্দ্ধমুখে কাতর কণ্ঠে) আমি বিধবা? কোন শুভ কাজে আমি যোগ দিলে অশুভ হয়ে যাবে?

আমি যাকে ছোঁব সেই অপবিত্র হবে? ভগবান্ কি দোষ করেছি তোমার পায়? কি পাপে আমাকে এক মুহূর্ত্তে এ রকম হেয়, মলিন, অস্পৃশ্য করে দিলে? এ কষ্ট কোথায় রাখব, এ মলিনতা কি করে ঘোচাব; উপায় দাও দেব! সকলে তোমার সন্তান— আর আমি কি তোমার সন্তান নই বিশ্বপিতা! তবে আমার প্রতি কেন এ নিদারুণ অভিশাপ—কেন এ অকারণ দণ্ড!

দাসীর প্রবেশ।

দা। ও গো মা কেমন করতে নেগেছে শীঘ্র এস দিদি ঠাকরুণ।

ম। মার এমন অসুখ, আর আমি তাঁকে ফেলে এখানে রয়েছি—!

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

বিমলার মাতার বাটী।

একটি কক্ষে একজন গরীব আত্মীয়া বসিয়া কুটন কুটিতেছে, অন্য একজন গরীব আত্মীয়ার গান গাইতে গাইতে প্রবেশ।

২। হা হাঃ হাঃ হুঃহু হুঃ হো হোঃ হি!
দুঃখের কথা বলব কি লো বলব কি?

১। সুখের দিনে আজ দুঃখের কথা কিলো?

২। আগে গানটা শোনই না, তারপর না হয় বলব!

১। আচ্ছা গা গা।

গান

হাহাহাঃ হুহুঃহুঃ হোহোঃ হিঃ!
দুঃখের কথা বলব কি লো বলব কি!
বাঘা লুকোন ভ্যাবা হ'য়ে শেয়াল করেন রাজত্বি!
আর মৃষমহলে লাগলো তরাস মন্ত্রী মশায় বেড়াল জি!
হাহা হুহু হোহোহি!
হায়! গুণের ক্ষেতে লাগলো আগুণ বনবাসী রাজার ঝি!
তাই কাঁদতে গিয়ে হেসে মরি, এমনি পোড়া অভাগ্যি!

এখন বুঝলি ত দুঃখ কেন?

১। না ভাই তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝিনে,—

অত বুদ্ধিশুদ্ধি আমার নেই। গলাটি তোর দিব্যি,—তাই যা গাস হাঁ ক'রে শুনি। গা ভাই আর একবার।

(পাড়ার একজন বৈষ্ণব কন্যা—
ওরফে কীর্ত্তনী দিদির প্রবেশ)

২। এই যে বৈষ্ণবীদিদি খোদ কীর্ত্তনীঠাকরুণ আসছেন, আমি তাঁর চেলা বইত নই।

১। আয় আয় ভাই বৈষ্ণবী দিদি, বৈঠক বসেছে আমাদের, তুই নইলে ভাই আসব জমছেনা।

বৈ। আমি যে ভাই ডাল কাঁড়াতে যাচ্ছি, বিয়েবাড়ী সেটা ভুল্‌ছিস নাকি ?

২। ভুলিনিগো ভুলিনি, তবে অতটা তাড়া না করলেও চলতে পারে ;—গেয়েই যানা একটা!

বৈ। নিতান্ত ছাড়বি নে, তবে একবার গেয়ে যাই!

কীর্ত্তনীর অনুকরণে গান।

রাজা ছিলেন এক শেয়াল, তিনি দিচ্ছিলেন দেয়াল ;
পুত্র এসে এহেন কাল, বলেন বাপরে কি কর ?
(দুজনে) কি কর বাপ কি কর—তুমি কি কর ?
পালাবার পথ রাখলে না হায়!
ত্বরায় একটি গর্ত্ত খোঁড়, রাজন্ ওগো গর্ত্ত খোঁড়।
চাষা ভায়া যমের কায়া
আসবে যখন বাগিয়ে লাঠি—

এমন ল্যোমে মস্ত আস্ত মাথা
থান্ থানা যে হইবে ফাটি।
পলাব ছুটির—কোন পথে হায়!
মাটীর এ দেহ হবে যে মাটী—
হায় হবে যে মাটী!
তখন,—কাক শকুনির মহা ভোজে,
কে রইবে তোর খেতে যুঝে—হায়রে!
ওঠো রাজন্ রাখ বচন; এ আলস্য পরিহর।

তখন অশ্রু-শ্মশ্রুকলুষিত, চিন্তাকুঞ্চিত ব্যাদান্বিত বদন শৃগালরাজন; হুঙ্কার ফুৎকার গর্জ্জন চীৎকারে সভা স্তম্ভিত মোহিত, আলোড়িত স্পন্দিত করে বল্লেন—

ও বাপ আমার নয়নমণি
তুমি কি তবে রবে না; দুলাল রবে না
এই শৃগাল ভবে রবে না, মরি আমার প্রাণ বাছনি!
এই নর লোকের শমন শণি ও তুই-তুইরে!
তবে চাষার ঘরে কে করিবে চুরী?
কে ভাঙ্গবে তার হাঁড়ি কুঁড়িরে—
খাবে কাঁটাল কলা ভাত পলান্ন সর নবনী!
বাছাধন আমার ওগো তাত,
এ প্রাণে সে সবে নাত, শত্রুর সে হাসি সবেনাত!

সেযে দিক বিদিকে নাহি চেয়ে,
পথে চলবে বুক ফুলিয়ে
প্রাণে তাহা সবেনাত!
গোলাম হয়ে করবে না যে সেলাম একটা
যেচে ধেয়ে,
প্রাণে তাহা সবে নাত।
তখন মুখ ভ্যাঙ্গাবে চোখ রাঙ্গাবে
পুঁটি খলসে চিংড়ি ব্যাং!
কেমনে সই সে অপমান— !
আর মোদের গাছে বসবে চড়ে
চাষার ছেলে হরে নড়ে
বাজাবে ঢোল—উঠিবে রোল
বিজয় ড্যাডাং!
কেমন করে শুনব সে বোল
বল দেখিরে তোরাই তা বল ?
তখন বুকের রক্ত উঠবে মুখে
শোণিত নদে বইবে তুফান।
হৃদয় ফেটে হয় যে দুখান—হায়রে!

তবে দেয়াল দেওয়া হোল নাত—
আর হোল নাত!

৪

ও আমার সব প্রজা ওরে
ভাঙ্‌রে দেয়াল পায়ের জোরে ;
আর যে আমি রইতে নারি, ধৈরয ধরে গো
ধৈরয ধরে !
সবাই ওরে, টুকর' টুকর' টুকর' করে
দেয়ালটা ভাঙ্‌ !

তখন রাজাদেশে শৃগাল মিস্ত্রী সবে, ত্রস্তে ব্যস্তে কেক্কাহুয়ারবে সেই শ্রমপিণ্ডীকৃত, সুনির্ম্মিত, বহুবিস্তৃত দেয়াল ভাঙতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আর ভাঙ্গা হোল না, সহসা পূর্ব্বদিগন্তে তরুণ অরুণ দেখা দিলেন, শৃগালকুল কার্য্য অসমাপ্ত রেখেই কোটরে লুকিয়ে পড়্‌লো। এইরূপে শৃগাল রাজার দেয়ালভঙ্গ পালা সমাপ্ত হোল।

নমস্তে শ্রীশৃগাল চতুরাল শিবা,
তব গুণ কীর্ত্তনে রাত্রি হয় দিবা !
বধির শ্রবণ পায় শুনে কেক্কাহুয়া,
অজ্ঞানের মোহ ছোটে, বোঝে সব ভুয়া।
যে তোমার ধরা পায় কি সৌভাগ্য তার !
সুখের হইয়া ওঠে দুঃখের সংসার !
আমি অতি মূঢ়মতি হীন অভাজন,
নাহি জানি স্তব স্তুতি ভজন পূজন ;

ভক্তজনে করো কৃপা, করো না পরীক্ষা,
দয়া কর থাক দূরে এই দাও ভিক্ষা।

(নেপথ্যে)

ও বৈষ্ণব ঠাকরুণ আজ কি আর ডাল কাঁড়া হবে না? থামার মধ্যেই যে তুমি দেখছি অন্তর্ধ্যান হলে!

বৈ। চল্লুম আর না, তোরা আমার কাজ কর্ম্ম সব দেখছি মাটি করবি।

যাচ্ছি গো যাচ্ছি এই এলুম বলে।

(প্রস্থান।)

১। এই শেয়াল কুল হোল বুঝি জর্ম্মণরা! আর ইংরাজ হলেন সূর্য্য?

২। তা জানিনে ভাই, দেয়াল ভঙ্গ পালার কথা আমি ভাবছিনে, আমি ভাবছি এখন বিবাহ ভঙ্গ পালার কথা!

১। সে কি লো! তুই থেকে থেকে কেন বল দেখি আজ এমন চমকে দিচ্ছিস! কিছু শুনেছিস নাকি?

২। শুনছি নাকি বরের বাপ গয়নাতে নগদে ১০টি হাজার চেয়ে বসেছে। অত টাকা যোগাড় হবে তবে ত বিয়ে!

১। সত্যি নাকি?

২। দেখিস্ ভাই কথাটা প্রকাশ করিস নে। ওরা ত কেউ কিছু বলে না। কানাঘুসোয় আমার শোনা। হেমার মার কানে যদি একথা ওঠে ত বলবে আমরা কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছি।

১। তা ভাই আমি আর কাকে বলতে যাব বল? ১০টি হাজার! সর্ব্ব নাশ!

২। ধর্ম্ম আছেন গো আছেন। সুমঙ্গলার বিয়ের সময় কুচক্রুরেরা গোপনে কি কাণ্ডটাই করেছিল! ভাংচি দিয়ে শেষে নিজের ভাইঝির সঙ্গে সে বরের বিয়ে দিয়ে দিলে।

১। সত্যি, ভাগ্যি যেন একটি সুপাত্র তখনি তখনি পাওয়া গেল।

২। ভাগ্যি আর কেন বলছিস্—শেষে ত অভাগ্যিই হয়ে দাঁড়াল! আহা মায়ের মুখখানি দেখলে যেন প্রাণ ফেটে যায়।

১। কি সরল শান্ত স্বভাব গো! দয়ামায়ায় বুক যেন ভরা; যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মা আমার!

২। কি করে যে হেমার মা কটকট করে ওকে যা তা শোনায় ভাই, তা বুঝতেই পারিনে!

১। তবু মেয়ের ত সেজন্য ওদের উপর রাগ নেই! হয়ত বা শেষে নিজের গয়নাগুলোই হেমাকে দিয়ে তার বিয়ে দিয়ে দেবে।

২। সেই ফন্দীই ওরা করছে। আমি ওদের গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ শুনে বুঝেছি যে গহনাগুলো ফাঁকি দিয়ে নেবার চেষ্টাতেই ওঁরা আছেন। তাই ত বলি—

গুণের ক্ষেতে লাগলো আগুন

বনবাসী রাজার ঝি!

১। শেষে দেখছি ভাই ঠিক তাই হবে। বৌ-দিদি ত ওদের চাতুরী বুঝতে পারেন না, আমরা বল্লেও রাগ করেন।

২। আর কি অকৃতজ্ঞি ভাই ওরা! কর্ত্তাবাবু হেমার বাপের দেনায় সই দিয়েছিলেন তাই বাড়ী খানা ত বাঁধা পড়েছে,—

১। বাড়ীখানা শেষে ওরাই নিয়ে নেবে দেখিস্! কে আর ছাড়াবে এখন? কর্ত্তা বাবুত নেই।

২। নিজের পুঁজিপাটা ভেঙ্গে শালাটির চাকরীর টাকাও জমা দিয়েছিলেন তিনিই। তবু ত একদিনের তরেও হেমার মার মুখে ওদের একটা সুখ্যাতের কথা শুনতে পাই নে!

১। হ্যাঁ কর্ত্তাবাবু ওদের বেশ হিল্লে করে গেছেন।

২। কিন্তু নিজের স্ত্রী-মেয়ের গাঁট ভেঙ্গে। ওদের পুঁজির মধ্যে এখন মেয়ের ঐ গহনা কখানা, আর মায়ের পেন্‌সনটা।

১। অত শীঘ্র যে মারা যাবেন তাত কর্ত্তা জানতেন না। তবে কিছু কোম্পানির কাগজও রেখে গেছেন; আমি জানি।

২। তবু ভাল, বৌদিদির প্রাণের আশা আর কদিন। রোগে শোকে তিনি ত শয্যাশায়ী। তিনি চক্ষু মুদলে পেনসনও বন্ধ হবে। কাগজ কখানা আর গহনা-গুলো যদি থাকে ত মেয়ের পথে দাঁড়াতে হবে না।

১। আর এমন লক্ষ্মীমেয়ে সুমঙ্গলা, যে নিজে যদি দুমুটো পায় ত তাথেকে একমুটো আমাদেরও দেবে। আমাদেরও পথের কাঙ্গালিনী হতে হবে না—নইলে ভাই—

২। তা যে রকম গতিক দেখছি—হেমার মা-বাপরা যে ওর কিছু রাখবে তা ত মনে হয় না। দেখিস ভাই তুই,—শেষে ঐ মেয়েকেই কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়ে দুট ভাত দেবে, আর আমাদের ত তাড়াবেই।

১। আমাদের দশা তাহলে কি হবে ভাই?

২। শুনেছি নাকি ভদ্রলোকের মেয়েরা বিধবাদের দুঃখ নিবারণ করবার জন্যে একটা আশ্রম করেছেন, কোন উপায় না পাই সেইখানে যাব।

১। হ্যাঁ শুনেছি বটে।

২। সেখানে লেখাপড়া শিখব, শিল্প শিখব, শিখে আবার অন্যদেরও শেখাব।

১। সে ত ভাই বেশ, নিজেরও উপায় হবে আর

পরের'ও উপকার করতে পারব। বিধবাদের পক্ষে সেত খুব সুখের জীবন।

২। সুমঙ্গলা মাকে যদি ওরা হতশ্রদ্ধা করে ওকেও ভাই সেখানে নিয়ে যাব।

১। সেত ভাই পরের কথা। এখনকার কাজটাত আগে কর। বৌদিদিকে একটু সাবধান করে দে, যেন গয়না গুলো হাতছাড়া না করেন।

২। তা যাচ্ছি আমি ; কিন্তু মা-মেয়ে দুজনেরই যেরকম নরম মন, হেমার মা কেঁদে কেটে পড়লে যে ওরা সোজা থাকতে পারবে তা ত মনে হয় না।

১। আমার কি মনে হচ্ছে জানিস,—তোর কথা শুনে ?—বরের বাপরা নতুন করে যে আবার অত টাকা চেয়েছে এ কথাটা মিথ্যে, এই ফন্দীতে সুমঙ্গলার মার মন ভিজিয়ে গহনাগুলি ওঁরা নিংড়ে নেবেন এই হোল আসল ওঁদের মনোগত অভিপ্রায়।

২। ঠিক বলেছিস ভাই। নইলে পাকাদেখা হয়ে গেল বিয়ের সব ঠিক, হঠাৎ গায়েহলুদের পর বরের বাপ বেঁকে বসলো একি রকম!

১। তুই শীগ্‌গির যা। তুই সব কথা বেশ গুছিয়ে বলতে পারিস। আমিও এই থালা ক খানা রান্নাঘরে রেখে এখনি তোর সঙ্গ ধরব।

পঞ্চম দৃশ্য

রুগ্নকক্ষ।

শয্যাশায়ী সুমঙ্গলার মাথার পার্শ্বে হেমার মা উপবিষ্ট।

হে-মা। ঠাকুরঝি দয়াকর ভাই, রক্ষা কর। তুমি ছাড়া আর কোন উপায় নেই, অকুল পাথারে ভেসেছি দিদি, হাত ধরে তোল।

সু-মা! কি করব বৌ, ওর বাপ নেই, স্বামী নেই, আমিও কবে আছি কবে নেই, ঐ গহনাগুলিই বলতে গেলে ওর সম্বল, কি করে সেগুলি আমি তোমাদের দেব?

হে-মা। মাগো কি ঘেন্না। আমরা কি ওর গয়না দান চাচ্ছি, ধার দেবে বই ত না? একটু টাকার স্বচ্ছল হলেই তোমার এক্ষণ আগে আমরা পরিশোধ করব। যতক্ষণ তা না পারি আহার নিদ্রে বন্ধ থাকবে। এখন দয়া করে লজ্জা নিবারণ কর দিদি, তোমার পায়ে ধরি।

পায়ে হস্ত প্রদান।

সু-মা। ছিঃ বৌ ও রকম কোরোনা। তোমাদের এ দায় দেখে আমার কি বুক ফাটছেনা! ভগবান জানেন আমি কি রকম কষ্টে পড়েছি। কিন্তু তবুও গয়নাগুলি আমি দিতে পারিনে—দেবার অধিকারই

আমার নেই। ওগুলি আমার কাছে গচ্ছিত সুমঙ্গলার স্ত্রীধন।

হে-মা। ঠাকুর ঝি—তুমি কি নিষ্ঠুর পাষাণ গা! ঠাকুরজামাই থাকলে তিনি কি এ বিপদে এত কথা শোনাতেন? আমাদের উদ্ধার করতে এক মিনিটের জন্যও তিনি ভাবতেন না।

সু-মা। তিনি থাকলে ভাবনা ছিল কি বৌ। তিনি ছিলেন চাকুরে মানুষ, তাঁর টাকা, তাঁর ঘর, তাঁর দোর, তিনি যা করতেন তাই শোভা পেত। দুহাতে দান করেও তাঁর ভাণ্ডার খালি হোত না, উপার্জ্জনে সমস্ত অভাব পূরিয়ে নিতে পারতেন। তোমাদের হয়ে আমিই ত তখন তাঁকে কত বলেছি। কিন্তু এখন তিনি নেই, আমরা অনাথা। আর আমি গেলে হতভাগিনীর মুখ চাইতে দ্বিতীয় কেউ থাকবে না।

হে-মা। দিদি—আমরা কি ওর পর? তুমি দেখছি তাই ভাব।

সু-মা। না তা ভাবিনে। তবু ত ভাই সংসার দেখছি। সুমির যদি একটা সংস্থান না থাকে তাহলে তোমাদেরও ত ও একটা গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াবে,—সেটা ত আমার ভাবা উচিত।

সুমঙ্গলার প্রবেশ।

সু। মা মা, শুনেছ, হেমার শ্বশুররা নাকি গহনাতে

নগদে ১০ হাজার চায়। নইলে নাকি বিয়ে দেবে না। তা আমার ত মা অনেক গহনা আছে—দাও না মা কিছু।

হে-মা। তাই ত চাচ্ছি বাছা,—দান চাচ্ছি না—ধার চাচ্ছি,—তা তোর মা যে দিতে চায় না।

সুমঙ্গলা। কেন মা, দাও মা, আমিত গহনা পরব না, হেমা পরলে আমার কত আহ্লাদ, কত সুখ হবে।

সু-মা। (স্বগতঃ) আহা এমন রত্ন মেয়ে আমার, স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করতে পারলে না! (প্রকাশ্যে) মা সুমঙ্গলা, তুমি যে বালিকা; তোমার জিনিস কি করে অন্যকে দেব মা?

সুমঙ্গলা। না মা সে হবে না—আমি বাক্স আনি—দিতেই হবে।

(দ্রুতপদে প্রস্থান।)

মা। বাক্স আনতে হবেনা, শুনে যা; ফিরে আয় সর্ব্বনাশী।

(বাক্স লইয়া সুমঙ্গলার প্রবেশ)

সুমঙ্গলা। মামীমা বাক্সটা খুলে এনেছি—কি নেবে বলদেখি—?

মা। ছি মা সুমঙ্গল; বাক্সটা রেখে আয়। তুই বড় হ তখন যা ইচ্ছা করিস। নিদেন আমাকে আগে মরতে দে।

সুমঙ্গলা। না মা তুমি ও কথা বোলো না। তুমি মরবে কেন? কখনই না। ওকথায় গহনাগাঁটিতে আমার কেবল বিতৃষ্ণা বাড়ে। কি নেবে মামীমা? এই চন্দ্রহার গাছটা বেশ ভারী আছে; চলবে কি?

(চন্দ্রহার প্রদর্শন)

হে-মা। (আহ্লাদে) তা বেশ চলবে।

মা। চন্দ্রহারটা বাক্সে তুলে রাখ্‌ বলছি!

সুমঙ্গলা। বাক্সে তুলে রেখে কি হবে মা, এই নাও মামীমা। আর এই গড়েছড়াটা?

মা। ওটা দিসনে সুমি। ও গাছটা সর্ব্বদাই যে তুই পরতিস।

সুমঙ্গলা। আমি ত আর এখন পরব না; হেমা পরতে পারবে—এই নাও মামীমা। আর এই বাজুবন্ধ যোড়াটাও বেশ পসন্দ সই—না মামীমা?

হে-মা। হ্যাঁ তা হেমাকে পরলে বেশ মানাবে!

মা। ও ছেলেমানুষ যা দিচ্ছে তুমিও যে বৌ সে সব বেশ নিয়ে নিচ্ছ। সুমি রাখ বলছি।

(শয্যায় উঠিয়া উপবেশন)

মেয়ে। মা তুমি উঠছ কেন? ক্লান্ত হয়ে পড়বে। সে হবে না—শোও শোও।

(শোয়াইয়া দেওন)

হে-মা। তা ঠাকুরঝি, বিপদের সময় তোমায় মেয়ে লক্ষ্মীর মত হাত তুলে গহনাগুলি দিচ্ছে—আমি কি ফেলে দেব ?

মেয়ে। না মামীমা তুমি মার কথায় দুঃখ কোরো না। বল দেখি আর কি নেবে ? এই মুক্তার গোচ্ছা ? এই মুকুট ? এই হীরার কণ্ঠি, এই মতির মালা ; এই রতনচূড় ?

মা। (ক্রোধে) তবে তোর হেমাকে বাক্স শুদ্ধ দে।

মেয়ে। সেত খুব ভাল কথা! তোমার এ রাগ বেশীক্ষণ থাকবে না মা—আমি বেশ জানি। তুমি নিজেই শেষে কত খুসী হবে।—আমার এত আহ্লাদ হচ্ছে। নাও মামীমা তবে এই বাক্স শুদ্ধ নাও। আমি হেমাকে যৌতুক দিলুম।

হে-মা। তা দাও বাছা। হেমা তোমার হোল প্রাণের বোন্—সে পরলেও যা—তুমি পরলেও তা। এইটি কেবল তোমার মা বোঝে না।

(বাক্স লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান।)

মা। (শ্রান্ত ভাবে) কি করলি সুমি তুই—কি করলি ? যা এখনি বাক্সটা ফিরিয়ে আন। বাক্সের মধ্যে কখানা কম্পানির কাগজও যে আছে। যা শীঘ্র যা।

সুম। কম্পানীর কাগজ আছে ? তাতে আর

হয়েছে কি? তুমি ভেবোনা, চেয়ে আনছি এখনি। তুমি একটু ঘুমোও মা, বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছ।

মা। আমি একেবারেই ঘুমোব, তুই যা বাক্সটা নিয়ে আয়। নইলে আমার মন শান্ত হবে না।

সুম। এখনি যাচ্ছি। তুমি বুঝি ভাবছ তারা কাগজগুলো দেবে না? না মা তা ভেবো না। এই আমি নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান।)

(বিছানায় উঠিয়া বসিয়া)

মা। এমন সরলা মেয়ে! হা ভগবান একে তুমি এত দুঃখ দিলে? স্ত্রীলোকের আসল ধন যে স্বামীরত্ন তা থেকে একে বঞ্চিত করলে? সবাই বলে যে ভগবান যাকে ভালবাসেন তাকে দুঃখ দেন, জানিনা ঠাকুর তোমার এ কি লীলা! আমাকে ত দুঃখ দিয়ে তুমি তোমার কাছে ডাকছ। কিন্তু তোমার এ দয়াও ত আজ আমার দয়া ব'লে মনে হচ্ছেনা,—ওকে ফেলে —তোমার কাছেও ত আমার যেতে ইচ্ছা করেনা দেবতা! আমি গেলে কে ঐ অভাগিনীর মুখ পানে চেয়ে দেখবে; কে ওর চোখের জল মোছাবে?

(অশ্রু মুছিয়া)

কেন ভাবি! বৃথা ভাবনা; যিনি ওকে এ সংসারে পাঠিয়েছেন তিনিই দেখবেন। হে বিধাতা; পরমপিতা

তোমারি চরণে আজ তোমার দত্ত ধনকে আমি নিবেদন করছি; এই বালবিধবার নব জীবনকে পাপ-তাপ থেকে রক্ষা করে তোমারই চরণ তলে আশ্রয় দান কর। আর পারিনে গো—পারিনে আর!

(শয়ন এবং ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাতুর ; কন্যার প্রবেশ)

সুমঙ্গলা। কই মা কাগজ ত পাওয়া গেলনা। মামী বল্লেন বাক্সে নেই,—আমিও খুঁজে পেলুম না। তবে তুমি বোধ হয় আর কোথাও রেখেছ?

(নিকটে আসিয়া)

মা একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। থাক—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসি। তাহলে এখানে এসে কেউ গোলমাল করবেনা।

(দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিবাহ বাড়ী।

(যুবতীগণের বরকন্যা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গান।)

আমরা আয় বরণ করি—
রামের বামে সীতা, কিবা মোহন মাধুরী! আমরি মরি!
সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে, হুলু উঠে ভাঁজে ভাঁজে
সাহানা রাগিনী তানে বাজে বাঁশরী! আমরা বরণ করি!
সপ্তপাকে ঘুরে ফিরে, বরকনেরে দাঁড়াই ঘিরে,
করের কাঁকণ, চরণ নূপুর উঠে মুখরি!
দীপের তাপে কপোল রাঙাই, অনুরাগে হৃদয় জ্বালাই—
অর্ঘ্যডালা ভালে ছোঁ'য়াই,—(দুজনের) মন্ত্র ভরি।
আমরা আয় বরণ করি।

দর্শক যুবতী। এইবার শুভদৃষ্টি হোক। বরকনেকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দাও গো।

(হেমের মার প্রবেশ।)

হে-মা। মাথার কাপড়খানা ভাল করে ধরো তোমরা, যেন কেউ দৃষ্টি দিতে না পারে। আর সুমঙ্গলা বাছা—তুমি এখন একটু সরে দাঁড়াও। নাপিত ছেলে মুখ খুলে গাল দিও গো। অনুষ্ঠানের যেন ত্রুটি না হয়। আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি। নইলে এখনি সব নয় ছয় হবে। (প্রস্থান)

(বরকন্যার শুভদৃষ্টি। যুবতীগণের গান।)

দোঁহার পানে চাও গো মোহে, চাও দুজনে;
আমরা সব সহচরী, মাথার উপর বস্ত্র ধরি
রঙ্গে যতনে!
ফুল ঢালে সুগন্ধ যৌতুক, পাখী গায় কুহক কৌতুক
চন্দ্রমা তারা ঢালে আশির্ধারা—হাসি গগনে।
শুভক্ষণে সুনয়নে, তোমরা চাও সংগোপনে,
পুলকমনে!
অতনুতে বাঁধ তনু চির মিলনে।

১। বাতিটা ভাই এদের মুখের কাছে ধর। ভাল করে দেখ দু'জনে—নয়নভরে দেখ গো।

২। নয়নের মধ্যে দিয়ে প্রাণের আলোটা জ্বালিয়ে তোল।

বর। শেষে জ্বালাজ্বালিটা যেন জ্বলাজ্বলিতে না দাঁড়ায়!

যুবতীগণ। রসিক বর গো—রসিক বর! কথা কইতে জানে!

সকলের গান।

আয়, বিজয়মালা তোমায় বালা আমরা পরাই।
কি করে এ চোরে—ধরিলে আজ তুমি গো রাই?
এসেছিল করতে চুরি, ভাংলে তার জারিজুরি—
কি বাহাদুরি!
এখন দেখাও মজা, দাও লো সাজা, বন্দী কর হৃদয় ঠাঁই।

একজন সহসা। একি কনের কাপড়ে আগুন ধরেছে নাকি? নেভাও নেভাও!

(হেমার শশব্যস্তে দূরে গমন, সুমঙ্গলার পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া অগ্নিনিবারণ।)

সুম। ভয় নেই—ভয় নেই—আগুন নিভে গেছে।

(হেমার মার প্রবেশ)

হে-মা। তুমি আজ কনেকে ছুঁলি! কি সর্ব্বনাশ?

১। সর্ব্বনাশটা রক্ষা করলে বল! নইলে এখনি অগ্নিকাণ্ড হয়ে উঠেছিল!

(নেপথ্যে) স্ত্রীআচার পর্ব্ব কি শেষ হবেনা! লগ্ন যে হয়ে এল—বরকনেকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।

হে মা। শেষ হয়েছে গো—তোমরা এসে ওদের নিয়ে যাও। গাঁটছোলা ভাল করে বাঁধা হয়েছে ত? আয় বাছা সুমঙ্গলা পাতাগুলো সাজাবি আয়। (প্রস্থান।)

যুবতীদিগের গান।

আয়লো আয়লো, আয়লো আয়লো, মিলে সব সজনী,
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী!
প্রমোদে হাসিব রঙ্গে, ভাসিব সুখ-তরঙ্গে
গাহিব সখীর সঙ্গে দিব সুখে হুলুধ্বনি।

—:o:—

* বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।

শেষ দৃশ্য

(সুমঙ্গলার ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে)

মাগো তুমিও আমাকে ফেলে গেলে? আমা-ছাড়া হয়ে—তোমার এই দুঃখিনী মেয়েকে একা রেখে, কি করে তুমি আছ মা? এখানে যে একদণ্ডও আমাকে না দেখলে তুমি থাকতে পারতে না!

(অশ্রু মুছিয়া)

ভালই হয়েছে। মা আমার সব শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণা এড়িয়ে স্বর্গে গেছেন। এখানে আমার জন্যে কত কষ্টই পেতেন। কেন আমি কাঁদি—কেন কষ্ট করি! তিনি আমার বাবার কাছে গেছেন—আমার স্বামীর কাছে গেছেন—আমার কষ্ট তাঁকে জানাচ্ছেন, ভগবান যখন সময় দেবেন তখন আমিও তাঁর চরণতলে গিয়ে বসব। এ বৈধব্য যন্ত্রণা আমার ঘুচে যাবে।

(কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া)

স্বামীন্ আমার ত তোমাকে মনে নেই তবুও তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করেছি। মা মৃত্যুকালেও আমাকে এই আদেশ এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমি তোমাকে হৃদয় আসনে বসিয়ে রেখে জগতের কার্য্য করব, জগতের পূজায় তোমারি পূজা করব—এই আমার মাতার আদেশ,—এই আমার জীবনের ব্রত। ভগবান বিশ্ববিধাতা

এই ব্রত পালনে আমাকে বল দাও—পিতা বল দাও। তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে বল দাও।

(হেমের মার প্রবেশ)

হে-মা। কি হচ্ছে এখানে? সংসারের কত কাজ পড়ে রয়েছে আর এখানে আকাশের দিকে চেয়ে উনি ধ্যানধারণা করছেন। ঠাকুরঝি ভ্যাল্লা শিক্ষা দিয়ে গেছে মেয়েকে!

সু। আমি সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে—কাজ কর্ম্ম সব সেরে, গুছিয়ে—নাইতে যাচ্ছিলুম মামীমা?

মামী। নাইতে যাচ্ছিলে—ত গেলে না কেন? কে আবার পথের মাঝে তোমাকে আটকালে? এমন কুঁড়ের ধাড়ি যদি দুটি দেখেছি? এতটা বেলা হয়েছে—এখনো ওনার নাওয়া হোলনা!

বি। ছোট বেলা—কাজ করতে করতে এমনি দেরী হয়ে যায়। ঘাটে যেতে গামছাখানা ভুলে গিয়েছিলুম—তাই আবার দৌড়ে এসেছি।

মাসী। গামছার জন্য নাওয়া বন্ধ? আমাদের সেকালের বিধবারা এক কাপড় গায়ে শুকোত। এখন বৈধব্যধর্ম্ম আর কিছুই রইলো না। এখন গা মুছতে গামছা চাই, ধোবার বাড়ির ধবধবে কাপড় পরা চাই;—একেই বলে কলিযুগ! কোনদিন শুনব সাবান খোসবই মাখতেও দোষ নেই। সে সবও হবে ভদ্রতাই রক্ষা—পরিষ্কারের অঙ্গ!

(হেমার প্রবেশ !)

হেমা। মা, মা আমার সাবানখানা পাচ্ছিনে! তুমি খোঁজ কর মা!

মা। তাই ত! সত্যি নাকি! তা বোঝা গেছে এ কাণ্ড কার! যে রকম পরিষ্কার—ছুঁচিবাই দেখতে পাই ওনার, অনেকদিন থেকেই আমার মনে ও সন্দেহটা এসেছে! কিন্তু আমার এখানে যদি থাকতে হয় বাছা ত ও রকম বাবুগিরি এখানে চলবেনা—আমি একথা তোমাকে বলে থালায।

ফু। (সজলনেত্রে) না মামীমা আমিত সাবান মাখিনে।

(গামছা লইয়া প্রস্থান।)

হেমা। না মা দিদি নেয়নি, কি যে বল তুমি! আমি জানি কে নিয়েছে। (কানে কানে নাম কথন)

মা। কি! যোগেন! আমার ভাইপো—কক্ষণো না, তা হতেই পারে না। দেখ হেমা তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস্।

হেমা। হ্যাঁ মা, দাদাই নিয়েছে—আমি বেশ জানি। আমার খোসবয়ের শিশিটাও দাদা নিয়েছিল, আমি তার গায়ে গন্ধ পেয়েছিলুম।

মা। তুই বল্লেই কিনা আমি শুনব! ও অলক্ষণির প্যাটরা-সিন্দুক সব তোলপাড় করব, নাড়ানক্ষত্র সকল

খুঁজব—তবে ছাড়ব। দেখিস্ যদি সাবান না বের করতে পারি—তবে আমার নামই মিথ্যে!

(বাক্স একটা খুলিয়া কাপড়গুলা বাহির করণ;—
হেমা বাধা দিয়া)

হেমা। ও কি কর—ও কি কর; ও বাক্স খুলতে হবে না!

মা। কেন খুলবনা! এ কি! যা বলেছি সত্যিই যে তাই! এই দেখ সাবান কোথায়! দেখলি এখন কে নিয়েছে?

ফু। না মা—শোন—শোন ও আর একখানা, সেখানা—নয়—

মা। আর একখানা—সেখানা নয়! দু চক্ষে দেখছেন—তবু সেখানা নয়?

(সুমঙ্গলার স্নান করিয়া পুনঃ প্রবেশ।

একি কাণ্ড করেছিস সর্ব্বনাশি? তুইকি আমার সর্ব্বনাশ করতে এখানে আছিস? দুধকলা দিয়ে কি আমি কেউটে পুষছি?

হে। মা, মা—শোন শোন—নিশ্চয় বলছি—দিদি নেয়নি—আমি ওখানা এখানে লুকিয়ে রেখেছি—দিদি তা জানেও না।

মা। (সুমঙ্গলার প্রতি) হতভাগী কপালপোড়া,—তুমি দেখছি আমার মেয়েকে যাদু করেছো! আমি হলুম ওর

মা—আমাকে ওর পর করবে এই হলো তোমার বাসনা। বেরো বলছি হতচ্ছাড়ি—বেরো। আমার ঘরে আর তোমার ঠাঁই হবে না,—চল্লুম আমি কর্ত্তাকে বলতে।

হে। মা তুমি কেন ওকে বকছ—দিদি নেয় নি।

মা। থাম পোড়ারমুখী!

হে। মা আমি সত্যি বলছি—তিন সত্যি করছি দিদি নেয়নি, তুমি যদি বাবাকে বল ত আমিও বলব।

(মাতার অনুগমন।)

সুমঙ্গলা। (বসিয়া পড়িয়া করযোড়ে) মা ধরণী বিদীর্ণ হও তুমি,—তোমার অভাগিনী সন্তানকে কোলে নাও, আর যে সইতে পারিনে মা!

গান।

কোথা মা করুণাময়ী,—জুড়াও তাপিত প্রাণ!
জনম দুঃখিনী তব অভাগিনী এ সন্তান।
পারিনে পারিনে আর; বহিতে এ দেহ ভার—
দ্বিধা হও বসুন্ধরে, বক্ষে কর স্থান দান।

(সহসা জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর বিকাশ এবং তন্মধ্যে ধরণী দেবীর আবির্ভাব ও দৈববাণী!)

বৎসে শান্ত হও, ধৈর্য্যধর। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য-মহৎ—তোমার কর্ত্তব্যের পথ সুবিস্তীর্ণ, তুমি অভাগিনী

নহ। মনে করিও না তোমার পতি নাই, স্বয়ং বিশ্বপতি তোমার পতি। মৃত্যু তোমাকে স্পর্শের অধিকারী নহে। তোমার মন্ত্রে, তোমার তন্ত্রে বঙ্গের নির্জ্জীব রমণী-জীবনে তুমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর তোমার শিক্ষায় তোমার দীক্ষায় তাহারা মহিমাময়ী নারী হইয়া উঠুক। সাবিত্রী যমের বরে শতপুত্র লাভ করিয়া ছিলেন, অয়ি কল্যাণি বরনারি, তুমি এই আত্মোৎসর্গ সাধনায় বিশ্বের নরনারীকে সন্তানরূপে লাভ কর। তোমার প্রতি আজি ইহাই আমার সান্ত্বনাশীর্ব্বাদ, ইহাই আমার বর। (অন্তর্ধ্যান)

(অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি এবং দিগ্‌বালাগণের প্রবেশ ও গান।)

কে তুমি ধরার সতী, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী *
শুভ্র সুবিমল যেন প্রভাতের ফুল!
নাহি সাজ সজ্জা কোন, মণিরত্ন আভরণ
আপন রূপেতে তবু আপনি অতুল!
সংসার কঠোর ঘোর, ভেঙ্গেছে আশ্রয় তোর
ছিন্ন বৃন্তে বিকশিত সৌন্দর্য্য তরুণা!
ম্লান ধরাতলে বাস, অধরে অটুট হাস
হৃদয়ে লুকানো অশ্রু, নয়নে করুণা!

---

* স্নেহলতা হইতে গৃহীত।

আপনার নাই কেহ, বিশ্ব তাই নিজ গেহ
পরকে আনন্দদানে তোমার মহিমা!
যে যায় দলিত করে, তব বাস তারো তরে
বঙ্গের বিধবা তুমি স্বর্গের গরিমা।

(দিগবালাগণের অন্তর্ধ্যান। রমণীগণের প্রবেশ ও গান!)

ভৈরবী

ধন্য তোমার কৃপা মাহাত্ম্য,—সত্য তোমার নাম!
অন্ধ নয়নে খুলিল বিশ্ব—একি! দৃশ্য অভিরাম।
মূকে লভিল পরম ভাষা,
নিরাশ জনে মরম আশা;
বধির কর্ণে বাজিল ছন্দে,
ঋক্ অথর্ব্ব যজুর্সাম।
টুটিল আঁধার—কুয়াসা মোহ,
ফুটিল আলোক প্রেম স্নেহ;
শূন্য জীবন ভরিল পুণ্যে,
ধরা আনন্দ ধাম।
পিয়েছি প্রসাদ অমৃত পানি,
লভেছি তোমার আশীর্ব্বাণী
চলিব সবে মহোৎসবে—
হইব সিদ্ধকাম।

বাল-পাঠ্য পুস্তক।

সচিত্র বর্ণবোধ প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ			...	৵০
প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ	...	...	...	/০
গল্পস্বল্প প্রথমভাগ	...	...	...	৶০
গল্পস্বল্প দ্বিতীয়ভাগ	...	...	...	৶০
বাল্যবিনোদ	...	...	...	১/০
কীর্ত্তিকলাপ	...	...	...	॥৶০

কীর্ত্তিকলাপে বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি আমাদের দেশের বড়লোকদিগের জীবনী আছে।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস গ্রন্থাবলা

দীপনির্ব্বাণ	...	...	...	১।০
ছিন্ন মুকুল	...	...	...	১।০
ফুলের মালা	...	...	...	১॥০
স্নেহলতা (দুই খণ্ড)		...	...	২৲
হুগলির ইমামবাড়ী		...	...	১।০
কাহাকে	...	...	...	১।০
ক'নে বদল (প্রহসন)		...	...	১।০
পাকচক্র (প্রহসন)		...	..	৸০
কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা		...	...	১॥০
দেবকৌতুক (কাব্য নাট্য)		...	...	১।০
কবিতা ও গান		...	...	২৲
মিবাররাজ	...	...	...	॥০
বিদ্রোহ	...	...	...	১।০
নবকাহিনী	...	...	...	১৲
মালতী ও গল্পগুচ্ছ		...	...	৸০
বসন্ত উৎসব	...	...	...	।৵০
গাথা	...	...	...	॥৵০
রাজকন্যা (নাটিকা)		...	...	॥০
নিবেদিতা	ঐ	...	...	॥০
পৃথিবী (বৈজ্ঞানিক পুস্তক)		...	...	১৲

এক সঙ্গে লইলে অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

Unfinished Song এবং Fatal Garland—কাহাকে এবং ফুলেরমালার ইংরাজি অনুবাদ। সুন্দর বাঁধান সচিত্র পুস্তক—প্রত্যেকখানির মূল্য দুই টাকা।